

আধুনিকতার মাঝে ইসলামকে বোঝার মূলনীতি

Asif Adnan

January 6, 2022

6 MIN READ

আধুনিকতার মাঝে ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে একটা মূলনীতি বোঝা জরুরি। বিস্তর সেক্যুলার জ্ঞান এবং অনেক সময় ইসলামী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও খুব কম মানুষ এই নীতিটা ঠিক মতো বোঝেন। এই নীতি হলো—

মানুষ যা কিছুকে সত্য আর বাস্তব বলে দাবি করে, তার সবকিছু আসলে সত্য বা বাস্তব না।

অনেক মানুষ মিলে কোনো বিষয়কে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। সেটা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। নিজেরাও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অথচ আদতে সেটা সত্য না; বরং তাদের কল্পনাজাত সৃষ্টি।

এটা কীভাবে ঘটে?

ইতিহাসে আসলে অনেকবার অনেকভাবে এ ব্যাপারটা ঘটেছে। অসংখ্য উদাহরণ আছে। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো ধর্ম। অনেক সমাজ, জাতি এবং সভ্যতা মিথ্যা উপাস্যদের ওপর ঈমান এনেছে। মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর বিভিন্ন ধর্ম গড়ে উঠেছে। অথচ এই বিশ্বাসগুলোর পেছনে কুসংস্কার আর খেয়ালখুশি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

তবে এ ধরনের ভুল বিশ্বাস শুধু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন ঘটে। একটা উদাহরণ দেখা যাক, যা ধর্মের বলয়ের বাইরে। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের কথা চিন্তা করুন। এমন অনেক তত্ত্ব আছে পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যেগুলো একসময় সত্য মনে করা হতো। কিন্তু কিছুদিন পর সেগুলো বাদ দেয়া হয়। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফিযিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজির ক্ষেত্রে এমন অনেক উদাহরণ আছে।

ইথারের কথা শুনেছেন? কিংবা ফ্লোজিস্টন? অথবা করপাস্কলস? এগুলোর অস্তিত্ব কিন্তু একসময় ‘পরীক্ষালব্ধ’ভাবে প্রমাণিত ছিল। অর্থাৎ এ ধরনের কিছু আছে বলে থিওরি কিংবা হাইপোথিসিস তৈরি হয়েছিল। তারপর সেই থিওরি বা হাইপোথিসিসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফল দেখে উপসংহার টানা হয়েছিল, এই এনটিটিগুলোর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরে একসময় এগুলোকে অস্তিত্বহীন বলে বাদ দেয়া হয়। তত্ত্ব দেয়া, পরীক্ষা করা, উপসংহার টানা, আবার তত্ত্ব-উপসংহার বাদ দেয়া, সবকিছু করেছিল বিজ্ঞানীরাই।

গবেষণা আর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সামষ্টিকভাবে উপসংহার টানল— ইথারের কিংবা ফ্লোজিস্টনের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু একসময় দেখা গেল, এ রকম কিছু আসলে নেই। এগুলো আসলে কিছু মানুষের কল্পনাজাত সৃষ্টি কেবল।

এটা কীভাবে ঘটল?

এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে ঐতিহাসিক এ বাস্তবতা থেকে আমাদের বোঝা উচিত যে কোনো ভুলকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা মানব-ইতিহাসে নিয়মিত ঘটে। বিস্ময়কর রকমের ধারাবাহিকতার সাথে ঘটে। আর বিজ্ঞান আর গবেষণার ‘যৌক্তিক’ ও ‘পরীক্ষালব্ধ’ জগতেও ঘটে।

আসুন এ শিক্ষাটা অন্য কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাক। রাজনীতি, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারের আলোচনায় কিছু মূল্যবোধকে বাস্তব ও সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানের মতো নিরেট জায়গাতেও যেখানে সামষ্টিকভাবে ভুল হতে পারে সেখানে নৈতিকতার মতো বিমূর্ত বিষয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা কি আরও বেশি না?

আজ ইসলামকে আক্রমণ করা হয় কারণ ইসলামের শিক্ষা আর বিধান এমন কিছু মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণার সাথে খাপ খায় না, যেগুলোকে আধুনিক মানুষ চিরাচরিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

- ইসলাম বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না।
- ইসলাম মুক্তচিন্তার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম গণতন্ত্রের স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম যৌন স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না
- ইসলাম লিঙ্গ পরিবর্তন আর লৈঙ্গিক পরিচয় বদলানোর সুযোগ দেয় না!

এ রকম অনেক অভিযোগ আমরা শুনি।

কিন্তু এই ধ্যানধারণাগুলো যে সঠিক, এগুলোর যে বাস্তব ভিত্তি আছে তার প্রমাণ কী? এগুলোর যদি কোনো নৈতিক বৈধতা না থাকে, তাহলে কী হবে? হয়তো এ ধারণাগুলোও পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়া আর বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যের অধীনে থাকা আধুনিক মানুষের সামষ্টিক কল্পনার ফসল মাত্র?

এই প্রশ্ন করতে শেখা এবং এসব ধারণার ব্যাপারে সংশয়বাদিতার অবস্থান গ্রহণ করা হলো সন্দেহ এবং সংশয় সমাধানের প্রথম ধাপ।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক মুসলিম আলিম এবং বুদ্ধিজীবী সংশয়বাদিতার এই অবস্থান একবারেই উপেক্ষা করে যান। তারা আলোচনা শুরু করেন আসা এসব ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে। আর এটা একটা চরম পর্যায়ের বিপর্যয়।

কেন?

কারণ, তখন অবধারিতভাবে কিছু প্রশ্ন চলে আসবে। যেমন-মুক্তচিন্তা যদি সত্য, সঠিক হয়, এত ভালো কিছু হয়, তাহলে কুরআন এবং সুন্নাহতে কেন আমরা এর কথা পাই না?

এ প্রশ্নের জবাবে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলবে-হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহয় মুক্তচিন্তার কথা আছে তো!

তারপর কুরআন, হাদীস এবং ক্লাসিকাল আলিমদের রচনাবলি চষে ছোটবড় এমন সবকিছু তারা একসাথে করবে, যেগুলোকে কোনো-না-কোনোভাবে ব্যাখ্যা করে মুক্তচিন্তার পক্ষে দলীল হিসেবে দেখানো যায়। অথবা মুক্তচিন্তার উদাহরণ হিসেবে

উপস্থাপন করা যায়।

কিন্তু তাদের এ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। তারা বেছে-বেছে শুধু ওই জিনিসগুলো আনছে যেগুলো তাদের উপসংহারকে সমর্থন করে। কিন্তু তাদের আনা প্রত্যেকটা উদাহরণের বিপরীতে এমন দশটা উদাহরণ দেখানো যাবে যেখানে মুক্তচিন্তার ধ্যানধারণাকে নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু সেই দশটা উদাহরণকে বাদ দিয়ে তারা ওই একটা উদাহরণকেই তুলে ধরবে।

এটা যে সব সময় ইচ্ছাকৃতভাবে, কোনো নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে করা হয়, তা না। অনেক সময় হয়তো ওই আলিম বা বুদ্ধিজীবীর চোখে বিপরীত উদাহরণগুলো আসলেই ধরা পড়ে না। কারণ, তারা একটা নির্দিষ্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে পড়তে এবং ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এমন এক লেন্স চোখে দিয়ে তারা পড়ছেন যেটা ওইসব ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধেরই রঙে রাঙানো, যেগুলো তারা কুরআন-সুন্নাহতে খুঁজছেন। ফলে একটা দুষ্টচক্র তৈরি হচ্ছে যেখান থেকে বের হয়ে আসা বেশ কঠিন। লেখা শেষ করার আগে শেষ একটা পয়েন্ট নিয়ে কিছু কথা বলি।

ওপরে আমি যা বলেছি তার বিপরীতে একটা কাউন্টার আরগুমেন্ট আসতে পারে।

একই ধরনের সংশয়বাদী অবস্থান তো ইসলাম আর ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারেও নেয়া যেতে পারে। ইসলাম আর ইসলামী মূল্যবোধ যে সত্য, সঠিক, এগুলো যে বাস্তবতার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সেটা কেন আমরা ধরে নেব?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো-আমরা আপনা-আপনি এটা ধরে নেব না। আমরা অনুসন্ধান করব। বিশ্লেষণ করব। চিন্তা করব। তবে আমাদের চিন্তার ভিত্তি হবে বৈধ বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসগুলো। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী আলিমদের অবস্থান। আমরা সতর্ক থাকব, যাতে ত্রুটিপূর্ণ কোনো ধ্যানধারণা বা বায়াস আমাদের চিন্তার জগতে ঢুকে না পড়ে। এটা হলো একদম প্রাথমিক ধাপ। এর সাথে অনুভব এবং অনুধাবন করারও প্রয়োজন আছে।

এই অনুভূতি এবং অনুধাবন অর্জিত হয় ইবাদাত, যিকর, তিলাওয়াতের মতো ওই আমলগুলোর মাধ্যমে যেগুলো ইসলাম আমাদের পালন করতে বলে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যা যৌক্তিকভাবে, আত্মিকভাবে এবং প্রামাণিকভাবে সত্য। পাশাপাশি যা বাস্তবতাকে চেনার সুযোগ দেয়। কারণ, জ্ঞানের এই তিনটি উৎস পরস্পর-সংযুক্ত।

তবে এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আছে। আধুনিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যারা গ্রহণ করে তারাও নিজেদের ধ্যানধারণার সত্যতা অনুধাবন আর অনুভব করার দাবি করে। প্রগাঢ় আবেগ নিয়ে তারা তাদের মূল্যবোধগুলো প্রচার করে। যেহেতু তারাও সত্যের স্বাদ পাবার দাবি করছে, তাহলে তাদের দাবিকে আমরা কীভাবে নাকচ করব?

ব্যাপারটা আসলে খুব সহজ।

আমরা তাদের সহজে লালিত মূল্যবোধগুলোর ব্যবচ্ছেদ করব। এগুলোর অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, দ্বিমুখিতা তুলে ধরব। ধাপে ধাপে এগুলোর বাস্তবতা খুলে খুলে দেখাব, যাতে একসময় সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই ধ্যানধারণাগুলো আসলে অন্তঃসারশূন্য। এসব ধারণা এবং মূল্যবোধ কোনো ধরনের সম্মান এবং গ্রহণযোগ্যতা পাবার যোগ্য না। অবশ্য এ কাজটা করার ক্ষেত্রে সবার দক্ষতা একইরকম হবে না। এই পদ্ধতির অনুপম, অনুকরণীয় আদর্শ হলেন আমাদের প্রিয় ইব্রাহীম আলাইহিস

সালাম।

একবার যখন এ পদ্ধতিটা বুঝতে পারবেন তখন এর বিপরীত পথটাও চিনতে পারবেন। যেটা হলো অ্যাপোলোজিটিকস বা কৈফিয়তবাদী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মডার্নিস্ট ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধগুলোকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর কুরআন-সুন্নাহ আর আলিমদের রচনাবলি থেকে বেছে বেছে এমন কিছু অংশ নেয়া হয় যেগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে মডার্নিস্ট ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড় করানো যায়।

ইন শা আল্লাহ এই দুই পদ্ধতিকে পাশাপাশি রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন কৈফিয়তবাদী পদ্ধতি কতটা দুর্বল এবং অকার্যকর। আল্লাহ আমাদের আন্তরিকভাবে সত্যসন্ধানী হবার তাউফিক দান করুন। আমীন।

ড্যানিয়েল হাঙ্কিকাতযু, The Modernist Menace To Islam বই থেকে নেয়া। বাংলায় ‘**সংশয়বাদী**’ নামে অনূদিত।